প্রিয় নবীর হাতে গড়া

সাহাবায়ে কেরাম

রাযিয়াল্লাহু আনহুম

পর্ব-২

রচনা

দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম

লেখক, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক

প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান

দর্শন বিভাগ, এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাবনা

অবসরপ্রাপ্ত মেজর, বিটিএফ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

সূচিপত্র

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ—৭

ইসলাম গ্রহণ—১০

জুলুম ও নির্যাতন—১১

যুদ্ধের ময়দানে—১২

'তালহাতুল ফাইয়াজ'—দানবীর তালহা—২০

শাহাদাতের পেয়ালা—২২

হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদ-২৭

রাসূলের প্রতি ভালোবাসা—৩০

জিহাদের ময়দানে—৩২

দানশীলতা—৪১

এ সম্পর্কে একটি মজার গল্প—৪৪

হযরত আবু বকর ইবনে কোহাফা-৪৮

সন্ন্যাসী বুহায়রার সঙ্গে—৫১

ইসলাম গ্রহণ—৫৪

ইসলাম গ্রহণের পর—৫৭

বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা—৬০

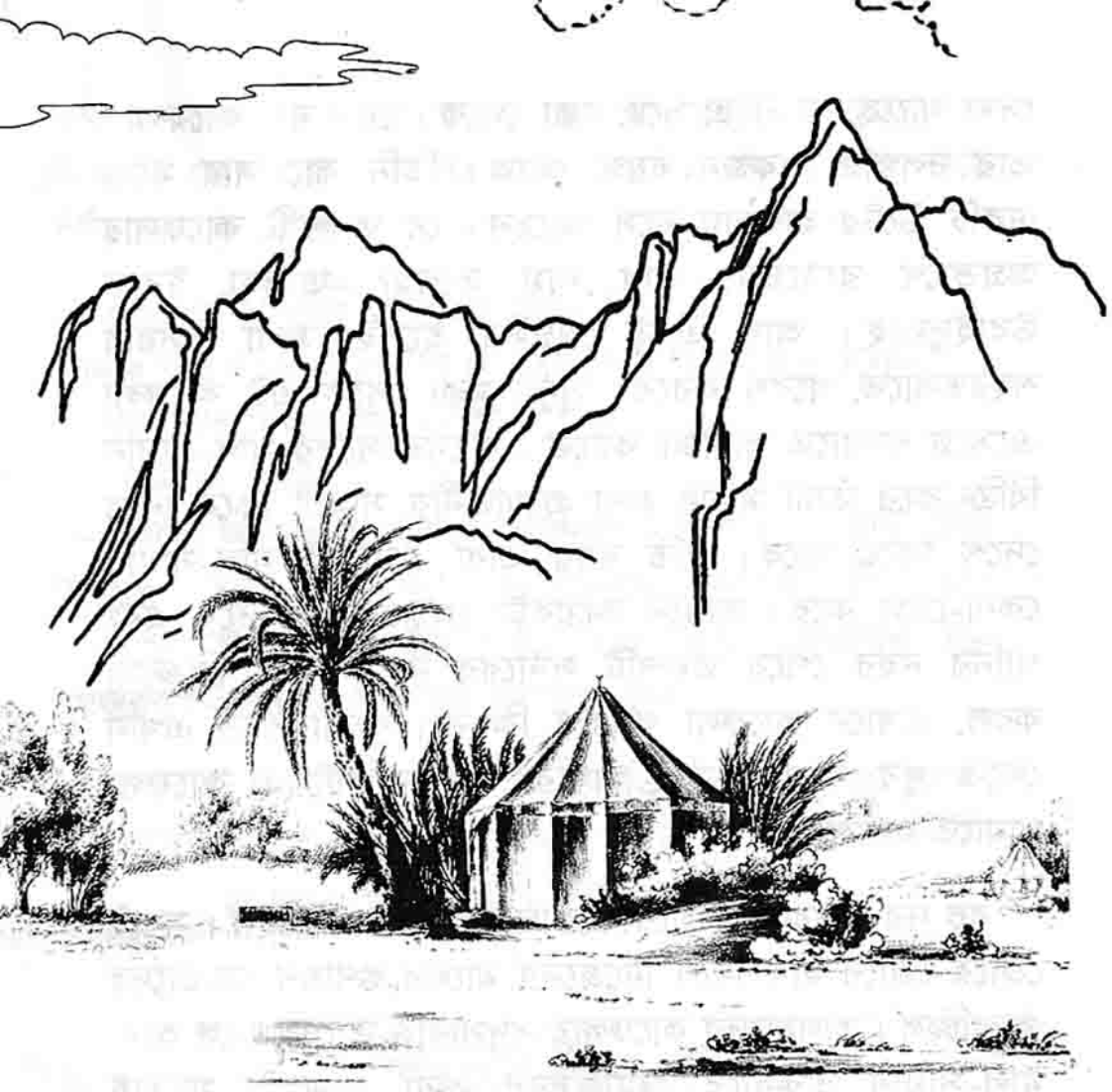

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ

প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে কিছু সিডর ও মরুভূমির অন্যান্য কাঁটাগাছ। বাবলার গাছও দু'য়েকটা চোখে পড়ে। ধু-ধু মরুময় প্রান্তরের বুক চিরে উট-চলা মেঠো পথ দিগন্তের কোলে হারিয়ে গেছে। সূর্য এখন আর তার পুরো তেজে বালির বুককে পুড়িয়ে দিচ্ছে না। মরুভূমিতে এখনো উটের কাফেলার আনাগোনা বন্ধ হয়নি। সবচেয়ে কাছের যে উটের কাফেলা

দেখা যাচ্ছে, সেটা এসেছে মক্কা থেকে। বেশ বড় কাফেলা। তার দলপতি একজন বয়স্ক লোক। তিনি কাফেলার মধ্যে একটি উটের হাওদায় বসে আছেন। যে তরুণটি কাফেলার অগ্রভাগে রয়েছেন, তাঁর নাম তালহা—তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ। আর একটু অগ্রসর হলেই তারা বসরার শহরতলীতে প্রবেশ করবে। সুদূর মক্কা থেকে এই কাফেলা এসেছে বসরাতে বাণিজ্য করতে। তাদের সঙ্গের মাল-সামান বিক্রি করে তারা মক্কার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে। প্রতি বছর তারা এভাবেই মাল-সামান কেনা-বেচা করে। সামনে কয়েকটা খেজুর গাছ দেখে এবং পানির নহর পেয়ে তরুণটি সর্দারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানে কাফেলা থামাবে কি না। বসরা শহর এখান থেকে খুব কাছে। তাই সর্দার বাজারে গিয়েই কাফেলা থামাতে বললেন।

বহু দূর থেকেই বাজারের কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। সবাই জোরে জোরে হাঁক দিয়ে নিজেদের মালের গুণাগুণ ক্রেতাদের জানাচ্ছিল। তালহাদের কাফেলার সদস্যরাও তাদের সঙ্গে আনা মাল-সামান একধারে জমা করে অন্য সকলের মতোই হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিল। এভাবেই তো মাল বিক্রি করতে হবে; এ ছাড়া ওপায় কী? সবাই কেনা-বেচায় ব্যস্ত। এমন সময় সকলের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে একটি কণ্ঠস্বর সজোরে বেজে উঠল, হে বণিকের দল! তোমরা শোনো, তোমাদের মধ্যে মক্কার হারামবাসী কেউ আছ কি? দেখা গেল, বাজারের মধ্যভাগে যে গির্জা আছে, তার একজন পাদরি একটি পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে এই আহ্বান জানাচ্ছেন। এই পাদরিরা সাধারণত বাজারের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে অপ্রয়োজনে

কথাই বলেন না। সেখানে উপযাজক হয়ে এভাবে ডাকার বিষয়টি কেমন যেন মনে হলো। তাই যুবক তালহা উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন,

—হ্যাঁ, আমি মক্কার হারামের অধিবাসী।
পাদরি তাকে ডেকে গির্জার ভেতরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,
—আহমাদ আত্মপ্রকাশ করেছেন কি?
—কোন আহমাদ?
—ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। এটাই তাঁর আত্মপ্রকাশের মাস। তিনি নিঃসন্দেহে সর্বশেষ নবী। তাঁর আত্মপ্রকাশের স্থান হারাম শরীফ এবং তাঁর হিজরতের স্থান খেজুরবৃক্ষ-শোভিত প্রস্তরময় লবণাক্ত ভূমি।

তারপর সে কিছুক্ষণ কথার বিরতি দিয়ে আবার বলল, তোমাদের উচিত তাঁর ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে অগ্রগামী হওয়া। নিশ্চয়ই অগ্রগামীরা ভাগ্যবান।

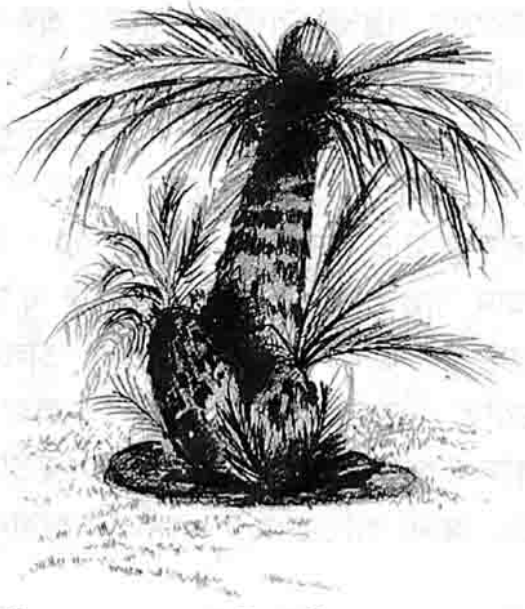

ইসলাম গ্রহণ

কথাগুলো তালহার অন্তরের মধ্যে সুরের অনুরণন তুলল। তাঁর হৃদয়ে কথাগুলো বারবার ঝঙ্কার তুলতে লাগল। কোনো কাজেই আর মন বসছিল না তাঁর। তাই বাধ্য হয়েই বসরার ব্যবসার কাজ অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে দিয়ে তিনি মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কায় তার যে বন্ধুরা ছিলেন তাদের কাছে তিনি জানতে চাইলেন,

—মক্কার খবর কী? নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি?
তারা উত্তর দিলেন,
—হ্যাঁ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ নবুওয়াত পাওয়ার কথা বলেছেন।
—কেউ কি এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছে?
—হ্যাঁ, আবু বকর ইবনে কোহাফা তাঁকে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করেছেন।

এ কথা শুনে তিনি তখনই বাড়ি থেকে বের হয়ে আবু বকরের সঙ্গে দেখা করতে চললেন। তিনি তাঁর পূর্বপরিচিত এবং যারা আরবের সম্ভ্রান্ত, সকল মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র, আবু বকর তাদের মধ্যেই একজন। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তালহা তাঁকে পাদরির কথোপকথন সম্পূর্ণ বললেন, আবু বকরও তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁকে জানালেন এবং তালহাকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালহার কাছে সব ঘটনা শুনে খুব আনন্দিত হলেন এবং তালহাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। এইভাবে ইসলামের ইতিহাসে ঈমান আনা ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি হলেন চতুর্থ।

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহাবী। দুনিয়ায় জীবিত অবস্থায় যে দশজন সাহাবী জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। মক্কার ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি কুরাইশের তায়াস ইবনে সুররা বংশীয় এবং তাঁর পুরো নাম ছিল তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে উসমান। আর তাঁর ডাকনাম বা উপনাম ছিল আবু মুহাম্মাদ। তাঁর পিতাও ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তিনি ও তাঁর পিতা উভয়েই ব্যবসায়ী হিসাবে আরবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সুন্দর আচার-আচরণের জন্য তাঁর সুনাম ছিল। ইসলামের প্রথম যুগে যাঁরা সবিশেষ বিশুদ্ধ ও সুন্দর (কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী) কারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

জুলুম ও নির্যাতন

তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা ছিল ভয়াবহ। কিছু দিন পরেই তিনি ও হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রকাশ্যে নামায আদায় করবেন। সে মতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে প্রাথমিক অনুমতিও নিলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জাতি কুরাইশদের অত্যাচারের বিষয়ে তাঁদেরকে সতর্ক করে দেন। তাঁদেরকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা মনে করিয়ে দেন এবং প্রকাশ্য বিরোধিতার মুখোমুখি হতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁরা বলেন, আল্লাহর দীন যেহেতু সত্য, সুতরাং এই দীন প্রচারে যে কোনো ধরনের কষ্ট তাঁরা স্বীকার করে নেবেন।

এরপর তাঁরা যথাসময়ে প্রকাশ্যে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এ খবর জানতে পারলে তারা এরকম ইবাদত